The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

নতুন উড়োজাহাজ যুক্ত হলো সৌদিয়ার বহরে

- A Monitor Desk Report Date: 12 August, 2023

সৌদি আরবের জাতীয় পতাকাবাহী সৌদিয়া 'ওড়ার নিও-উপায়' স্লোগানের সাথে নতুন ধরনের উড়োজাহাজ, এয়ারবাস এ৩২১নিও যুক্ত করে তাদের বহরের সম্প্রসারণ ঘোষণা করেছে।

এটি সৌদিয়ার সম্প্রসারণ পরিকল্পনার একটি অংশ, যা বাংলাদেশি ভ্রমণকারীদের উপকৃত করে। এয়ারলাইনটি ২০২৬ সালের মধ্যে তার বহরে আরো ২০টি এ৩২১নিও এয়ারক্রাফট যোগ করার পরিকল্পনা করেছে।

বাংলাদেশি ভ্রমণকারীরা এই এ৩২১নিও এয়ারক্রাফট দিয়ে উপকৃত হবে, যা এ৩২০ পরিবারের একটি ন্যারো-বডি উড়োজাহাজ এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় একক-আইল এয়ারক্রাফ্ট পরিবারের অংশ। এটি উচ্চ কার্যকারিতা এবং আরামদায়ক বলে খ্যাতির কারণে সারা বিশ্বের বিমানবহরগুলোর কাছে প্রথম পছন্দ। একটি সাধারণ দুই-শ্রেণির অভ্যন্তরীণ বিন্যাসে ১৮০ থেকে ২২০ জন যাত্রীর আসনের ব্যবস্থা বিমানটির কর্মক্ষমতাকে নিয়ে যায় এক অনন্য উচ্চতায় যা হজ্জ ও পর্যটন মৌসুমে বাংলাদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বাড়তে সাহায্য করবে।

আরও পড়ুন: ৭ অক্টোবর শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল আংশিক উদ্বোধন

উড়োজাহাজটি কেনার পেছনে মূল কারণ হল- এর অনেক কম জ্বালানিতে চলার ক্ষমতা রয়েছে। ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাপী এ৩২০নিও পরিষেবাতে আসার পর থেকে এ৩২০ পরিবার ২০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড কম খরচ করেছে। শার্কলেট, নতুন জ্বালানি-সাশ্রয়ী ইঞ্জিন এবং সর্বশেষ কেবিন উদ্ভাবনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, এ৩২০নিও-তে জ্বালানি পোড়ানো ২০ শতাংশ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে। সেইসাথে ৫০ শতাংশ কমেছে শব্দ দূষণ। এ ছাড়াও পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিমানের তুলনায় এর এয়ারফ্রেম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ৫ শতাংশ কম এবং প্রতি আসন বনাম অপারেটিং খরচও ১৪ শতাংশ কম।

সৌদিয়ার সিইও ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম কোশি বলেছেন, 'নতুন এয়ারবাস এ৩২১নিও এয়ারক্রাফট দিয়ে আমাদের বহরের সম্প্রসারণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের অগ্রাধিকার হলো অতিথি সেবায় সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা দেওয়া এবং বিশ্বকে সৌদি আরবের কাছে নিয়ে আসা। সেই

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিশ্বের শীর্ষ নির্মাতাদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক বিমান ক্রয় অব্যাহত রাখব।’

তিনি বলেন, ‘আমরা এয়ারবাসকে তাদের বিমানের কর্মক্ষমতাকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য প্রশংসা করি। এটা বিমান চলাচলকে আরও টেকসই করতে অবদান রাখে। অতিথিসেবায় সেরা অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সৌদিয়া-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথেও এটি সঙ্গতিপূর্ণ।’

আরও পড়ুন: বিশেষ ছাড়ে চীনের গুয়াংজু রুটে বিমানের টিকেট বিক্রয় শুরু

এই অংশীদারিত্ব সৌদিয়া এবং এয়ারবাসের মধ্যে বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। এটি সৌদি এভিয়েশন স্ট্র্যাটেজির উদ্দেশ্যগুলিকেও সমর্থন করে যার লক্ষ্য গ্রাহকের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে, নিরাপত্তা উন্নত করে এবং পরিবেশগত টেকসই নীতি প্রচার করে সৌদি আরবকে বিশ্বব্যাপী এভিয়েশন শিল্পে নেতৃত্বে নিয়ে যাওয়া। কৌশলটি সৌদিয়া এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যগুলির সাথে সমতা আনে কারণ এয়ারলাইনটি ২০৩০ সালের মধ্যে সৌদি রাজ্যে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন ভ্রমণকারী আনার জন্য কাজ করছে। এয়ারবাসের সাথে কাজ করে এবং তার বহরের সম্প্রসারণ করে, সৌদিয়া একটি এভিয়েশন শিল্পে নেতৃস্থানীয় এয়ারলাইন হওয়ার লক্ষ্যগুলির দিকেও কাজ করছে৷ সৌদিয়া-এর বহরের সম্প্রসারণ পাইলট, কেবিন ক্রু এবং অন্যান্য অপারেশনাল পদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ তৈরিতেও সাহায্য করবে।

-B